Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 107-110
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সীমান্ত বাঙলার ছৌ-নৃত্য — সেকাল ও একাল

অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ কুম্ভকার
মহাত্মা গান্ধি কলেজ, লালপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Chhou is a very popular dance in the district of Purulia as well as West Bengal, even entire India. This is basically a folk dance. The impact of this dance can be seen not only in India but also in the foreign countries. Though Purulia is financially backward, the artists of this district have kept this art alive and they are practising it regularly. The essential part of this dance is mask. The mythical stories are being presented through mask. Without being confined within the boundary of religion, social as well as political aspects are also presented very frequently in chhou dance. Due to commercialisation we notice a slight difference between the chhou of the past and that of the present, as it has been noticed in cinemas and operas. Though there are elements of the past in folk literature, chhou is not static but dynamic. To meet the purpose of the present, this dance comes out from its narrow confinement and moves towards the broader arena. Winning the world this dance has intensified the dignity of Purulia as well as West Bengal. Though Purulia is financially and agriculturally backward, we feel proud for this district for chhou dance.

পুরুলিয়া জেলা একসময় মানভূম জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই মানভূম জেলা সেইসময় বিহারের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়। এখানকার মানুষের মানসিকতা, ভাষা-সংস্কৃতি কিংবা জীবন-চর্চার প্রতি কোনোরকম দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। বর্তমানে যদিও এই শিল্পটি একটি আলাদা মর্যাদা পেয়েছে। মানভূম তথা পুরুলিয়ার এই ছৌ-নৃত্য শিল্পটি আমাদের প্রাণ। এই শিল্পটি বর্তমানে পুরুলিয়ার মান তথা মর্যাদা বাড়িয়েছে। এই শিল্পের বিস্তৃতি আজ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। আজ পুরুলিয়া মানেই ছৌ-নৃত্য, আর ছৌ-নৃত্য মানেই পুরুলিয়া। এই দুটি জিনিস পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুরুলিয়া পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা জুটলেও ছৌ-নৃত্য আজ শিল্পকলা ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে জেলাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এরজন্য আমরা প্রত্যেকে গর্ব অনুভব করে থাকি।

ছৌ পুরুলিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গ এমনকি ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ নৃত্য। পুরুলিয়া সংলগ্ন ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যার কিছু স্থানে এই নৃত্যের চর্চা হয়ে থাকে। পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য শাস্ত্রীয় প্রভাব থাকলেও নাচটি মূলত লোকনৃত্য। এই নাচ যে লোকনৃত্য সকলেই প্রায় দ্বিধাহীন চিত্তে তা স্বীকার করেছেন। দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ ছৌ নাচ প্রকৃতপক্ষেই লোকনৃত্য। এই নাচের বিষয় বস্তু, নাচের আঙ্গিক, সঙ্গীত, নৃত্যভঙ্গিমা প্রতিটি উপাদানই লৌকিক উপাদান। গ্রাম সমাজ মানুষের চিত্ত বিনোদন ও লোকশিক্ষার প্রচার এই লোক নৃত্যের মূল উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিধারায় ছৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ১) ময়ূরভঞ্জ ছৌ-নৃত্য (উড়িষ্যা), ২) সরাইকেল্লা ছৌ-নৃত্য (ঝাড়খন্ড), ৩) পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য (পশ্চিমবঙ্গ)। পর্যবেক্ষকরা পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল যথাক্রমে-- ১) বাঘমুন্ডি ঘরানা, ২) বান্দোয়ান ঘরানা, ৩) ঝালদা ঘরানা, ৪) আড়ষা ঘরানা। এই চারটি ঘরানার মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিক কারণে এই চারটি ঘরানার মধ্যে নৃত্যধারা ও আঙ্গিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

ভারতের লোকনাট্যগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করেছে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশই হয় শ্রমজীবি বা কৃষিমজুর। তারা আর্থ সামাজিক অবস্থান থেকে পিছিয়ে থেকেও এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ও চর্চা করে চলেছেন নিরন্তর। এই নৃত্যকে প্রথম ছৌ নামে (chhou) নামে প্রথম অভিহিত করেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনিই প্রথম পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যকে বিদেশের মাটিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। বাণিজ্যকরনও তারই হাত ধরে ঘটে।

সেকালে রাজদরবারের আনুকূল্যে শিল্প ও শিল্পীরা বেঁচে থাকতেন। সেই খানেই ছৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হতো। কিন্তু বর্তমানে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়িয়ে যে কোনো সময় ছৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অর্ন্তভূক্তির পূর্বে এই নাচের তেমন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এর খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে নৃত্যনাট্যের আকারে উপস্থাপিত করার রীতি- ছৌ নাচের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে ছৌ নাচের মধ্যে যাত্রা পালার প্রভাব পড়েছে। নাগরিক মনোরঞ্জনের জন্য সেকালের ছৌ-নৃত্যের সঙ্গে একালের ছৌ-নৃত্যের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

ছৌ-নৃত্যের মধ্যে বীররস প্রধান। তাই মূলত পুরুষেরাই এই নাচ নেচে থাকেন। এই নৃত্যের জনপ্রিয়তা যেহেতু বিশ্বের দরবারে পৌছে গেছে তাই বাণিজ্যিক কারণে ছৌ-নৃত্যের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাজ পোষাকের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মুখোশের ব্যবহার। তাছাড়া বর্তমানে Electric যন্ত্রানুষঙ্গের সঙ্গে ছৌ-নৃত্যের গান গুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ছৌ নাচের পালাগুলি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এই নাচে ছয়টি জিনিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে- ঢোল, ধামসা, সানাই, ঘুঙুর, পোশাক ও মুখোশ। নাচ পরিবেশনে ছয়টি পথ পরিলক্ষিত হয়। যেমন মড়প বেড়ানো, আসর বাঁধার উড়ান, বাজনা, বন্দনা, মেলানাচ, পালানাচ ও অস্তাদি নাচ।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ছৌ নাচ নাচা শুরু হতো। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই নাচ নাচা হতো। বর্তমানে এই নাচের চাহিদা তুঙ্গে থাকায় সারা বছর-ই এই নাচ প্রদর্শিত হচ্ছে। মূলত ধর্মীয় কাহিনী এবং ধর্মীয় আবেদনের উপর ভিত্তি করে এ নাচ প্রবহমান। কিন্তু বর্তমানে ধর্মকেন্দ্রিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে ছৌ-নৃত্যের কাহিনীতে উঠে এসেছে সামাজিক পালা ও রাজনৈতিক পালাও। যার ফলে দর্শকদের কাছে এগুলি হয়ে উঠেছে আরো বেশি আকর্ষণীয়। ছৌ নাচের সৃষ্টি হয়েছে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে। সব জাতি সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে এই নাচটিকে একটি সাম্প্রতিক শিল্প রূপ দিয়েছে।

ছৌ-নৃত্যের মধ্যে একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে ছৌ-নৃত্য মুখোশ-নৃত্যে পরিণত হলেও সৃষ্টির প্রাক্‌লগ্নে মুখোশের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। নৃত্যকারীরা রঙ-বেরঙে সেজে নৃত্য প্রদর্শন করত। দিলীপ কুমার গোস্বামীর মতে মুখে কালি মেখে মুখোশ পরা নাচকেই ছৌ-নৃত্যের আদিরূপ বলে মনে করেছেন। এরপর এল একক ছৌ-নৃত্য। এতে মুখোশের ব্যবহার থাকলেও এত আড়ম্বর ছিল না। একক ছৌ-নৃত্যের পর এল আলাপ ছৌ-নৃত্য। মুখোশ ছাড়া এই নৃত্যের নাচ হত। আলাপ ছৌ-নৃত্যের পর এল বাবু ছৌ-নাচ। এতে সম্ভ্রান্ত বাড়ির নর্তকরা আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-পোশাক পরে নাচতেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে পালা ছৌ-নাচের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে মুখোশ বাদ দিয়ে ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হয় না বললেই চলে।

ছৌ নাচ ও যাত্রাপালার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আগে ছৌ শিল্পীরা অধিকাংশই যাত্রার পোশাক পরে নাচতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই পোশাকের কিছুটা পরিবর্তন করে ছৌ এর পোশাক তৈরী করে। যাত্রার মতই সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর পর ছৌ-নৃত্য শিল্পীদের মঞ্চে আগমন ঘটে থাকে। খোলা আকাশের নীচে চতুর্দিকে দর্শক কুলের মাঝে নৃত্য শুরু হয়। আগে ছৌ নাচের মধ্যে মুখোশের ব্যবহার ছিল না। তখন রঙের মেকাপ দিয়ে চরিত্রটিকে সাজিয়ে তোলা হত। কিন্তু বর্তমানে মুখোশ ব্যবহারের মাধ্যমে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে হুবহু দর্শকের সামনে প্রানবন্ত করে তুলে ধরা হয়। এই ভাবে ছৌ-নৃত্যের জনপ্রিয়তা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখোশ নির্মাণের যে অভিনব পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তা ভারতবর্ষে আর কোথাও হয় না।

অনেকেই ছৌ-নৃত্যকে লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন। ছৌ-নৃত্য যখন গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন এই পর্বে লোকনাট্যের অনেক বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ছৌ-নৃত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অনেকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই ছৌ-নৃত্যকে আর যাই হোক লোকনাট্য বলা চলে না। ছৌ-নৃত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে পুরাণ প্রসঙ্গ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনই আছে বাস্তব সংসারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা।

বাণিজ্যিকরণের ফলেই সেকাল ও একালের ছৌ-নৃত্যের মধ্যে কিছুটা হলেও পরিবর্তন ঘটেছে। যেমনটি ঘটেছে যাত্রা শিল্প ও সিনেমা শিল্পের ক্ষেত্রে। ছৌ-নৃত্যের পরিধি যেহেতু এখন সীমান্ত বাঙলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর পরিধী সুদূর বিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। লোকোসাহিত্যের মধ্যে অতিতের তথ্য

থাকলেও এটি জড় নয়, বিবর্তনশীল। এই ছৌ-নৃত্য আজ বিশ্ব জয় করে পুরুলিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা বাড়িয়েছে। শিল্প, অর্থনীতি ও কৃষিতে পুরুলিয়া জেলা দারুণ ভাবে অনগ্রসর। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এই জেলার এখনো তেমন কোনো অবদান নেই। কিন্তু লোকোসংস্কৃতিতে এই জেলা যে ঐশ্চর্য সংযুক্ত করেছে তার জন্য আমরা গর্বিত হতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। বাংলার লোকসাহিত্য - আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২। সীমান্ত বাংলার লোকযান - ড.সুধীর কুমার করণ।
৩। সংস্কৃতি পুরুলিয়া- মলয় চৌধুরী
৪। লোকায়ত শিল্পকলা – ছৌ-নাচের মুখোশ – শিবেন্দু মান্না।
৫। লোকসাহিত্য পরিক্রমা – ড.গোকুলানন্দ মিশ্র।
৬। লোকসংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ – দেবতুষি মিশ্র।
৭। সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি – দিলীপ কুমার গোস্বামী।
৮। নানা রূপে লোকসংস্কৃতি – ড. রবীন্দ্রনাথ শাসমল।
৯। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের নানা দিক - চন্দন খাঁ।
১০। ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য - বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত।